রাখে আল্লা মারে কে ?

ছোট গল্প

এম. এ. জলিল

জাদুশিল্পী

সিডনী থেকে

দবির বিষন্ন মনে বারান্দায় চুপচাপ বসে আছে। এই নিয়ে তিনবার তার একমাত্র মেয়ে জুবেদাকে বিয়ে দেওয়া গেল না। বরাবরের মত এবারো যৌতুকের টাকা যোগানো সম্ভব না হওয়াই জুবেদার বিয়ে দেওয়া গেল না। দবির নিকারি, গ্রামের মজাপুকুর ও ডুবার মাছ কিনে রাখে। বছরের সুবিধামত সময়ে তা জাল দিয়ে ধরে বাজারে বা হাটে নিয়ে বিক্রি করে সংসার চালায়। এছাড়াও সংসার চালানোর জন্য দবির এর ওর বাড়ীতে বেড়া বান্দা, মাটি কাঁটা এ ধরনের কাজও করে থাকে। জুবেদা ২৪শে পা দিয়েছে। তাই জুবেদাকে নিয়ে দবির ও তার স্ত্রী মরিয়মের চিন্তার অন্ত নাই। মাস দুয়েকের মাথায় জুবেদার আবারো বিয়ের কাজ এলো। পাত্র বিদেশ যাবে দুই মাস পর। পাত্র পক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা যৌতুক দাবি করলো। দবিরের স্ত্রী বাড়ী বন্ধক রেখে দবিরকে যৌতুকের টাকার ব্যবস্থা করতে পরামর্শ দিল। বাড়ী বলতে যা, তা একটি টিলার মত। দের শতাংশ জায়গার উপড় চারদিকে বাশের ভাঙ্গা বেড়া তার উপড় চারখানা পুরানো টিনের ছাউনির একটি ছাপড়া। বৃষ্টি এলে পুরানো টিনের ছাউনির বিভিন্ন স্থানের ফুটা দিয়ে পানি পরে ঘর কর্দমাক্ত হয়ে যায়। ঘরের একপাশে বাঁশের মাচায় জুবেদা ঘুমায় আর অন্যপাশে মেঝেতে পাটি বিছিয়ে ঘুমায় দবির ও মরিয়ম। মাঝে পুড়ানো ছালা দিয়ে পাটিশন করা। দবিরের একটি দুধাল গাভীও রয়েছে। গভীটি বাচ্চা দিয়েছে। গাভীর দুধ দবির বাজারে বিক্রি থেকে কিছু পয়সা পাচ্ছে ও তা জমানো শুরু করেছে। দবিরের বাড়ীর পাশের বাড়ী জমির শেখের। জমির শেখ সুদী ব্যবসা করে। সে ধুরন্দর প্রকৃতির লোক। জমির শেখের পাল্লায় পরে গ্রামের বহুলোক সর্বশান্ত হয়েছে। এ সবই দবিরের জানা। তবু নিরুপায় হয়ে দবির তার দুই বন্ধুকে নিয়ে এক সন্ধ্যায় জমির শেখের বাড়ী গেল। দবির বাড়ীর দলিল বন্ধক রেখে জমির শেখের কাছ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা ধার নিলো। জমির শেখ দবিরকে বললো সমস্ত টাকা পরবর্তী ৬ মাসের মধ্যে মাসিক ১০%সুদসহ ফেরৎ দিতে হবে। অন্যথায় বাড়ী তার হয়ে যাবে। অনুন্নপায় দবির রাজি হলো। জমির শেখ ষ্ট্যাম্পে লেখা চুক্তি নামায় দবিরের টিপ সই নিল (দবির নিরক্ষর)। চুক্তি নামায় স্বাক্ষী হিসাবে দবিরের সঙ্গে যাওয়া দবিরের দুই বন্ধুর ও টিপ সই নিল (তারাও নিরক্ষর)। অবশেষ শুভক্ষনে জুবেদার বিয়ে হয়ে গেল। দবির বন্ধকী বাড়ী উদ্ধারের জন্য বাড়তি কাজের ব্যবস্থা করলো। সে এখন সন্ধ্যায় রিক্সা চালিয়ে বাড়তি আয় করা শুরু করেছে। ছয় মাস পুণ্য হওয়ার সপ্তাহ খানেক আগেই দবির চল্লিশ হাজার টাকার বন্দবস্থ করে ফেললো। এর জন্য অবশ্য দবিরকে কয়েক জনের কাছে হাতও পাততে হয়েছে ধারের জন্য। এক সন্ধ্যায় দবির তার সেই দুই বন্ধুকে নিয়ে (চল্লিশ হাজার টাকাসহ) জমির শেখের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলো। দবির জমির শেখকে বললো সে চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে এসেছে বাড়ীর দলিল ফেরৎ নিতে। জমির শেখ হেসে বললো বড্ড দেরি করে ফেলেছ দবির। দবির বললো ছয় মাসেরতো এখনো এক সপ্তাহ বাকি। জমির শেখ বললো চুক্তি ও শর্তনামা অনুযায়ীতো পাঁচ মাসের মধ্যে টাকা ফেরৎ দেয়ার কথা, ছয় মাসে না। এই বলে জমির শেখ ঘরের ভিতর থেকে দবিরের ও তার বন্ধু দয়ের টিপসই করা ষ্ট্যাম্প এনে পড়তে শুরু করলো। ষ্ট্যাম্পে লেখা রয়েছে পাঁচ মাসের কথা। দবির ও তার বন্ধুদ্বয় নিরক্ষর হওয়ায় জমির শেখ এই চাতুরীর পথ নিয়েছে তা দবিরের বুঝতে বাকি রইলো না । জমির শেখ দবিরকে বললো দবির তুমি আমার পরশী তাই ঐ বাড়ীতে থাকার জন্য তোমাকে আমি আরো একমাস সময় দিলাম। দবির চোখে অন্ধকার দেখলো- আর মুখে বললো হুজুর আমার সর্বনাশ করবেন না,

আল্লা সইবো না ----- আল্লা সইবো না ------, আল্লা সইবো না ----- আল্লা এর বিচার করবো। দবির বাড়ী এসে মরিয়মকে সব খুলে বললো। মরিয়ম কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। দবিরদের গ্রামটি অজপাড়াগা, পথঘাট অনুন্নত। গ্রাম থেকে থানা বেশ দুরে। সে যাই হোক, সুদের ব্যবসা করে জমির শেখের বেশ টাকা ও সম্পদ হয়েছে। সম্প্রতি প্রায় প্রতিরাতেই গ্রামটিতে ডাকাতি শুরু হওয়ায় জমির শেখ বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লো। জমির শেখ কিছু স্বর্ণ ও টাকা গোপনে পাশের গ্রামে তার শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে দিলো। জমির শেখ দবিরের বাড়ীর দলিল, কিছু টাকা ও স্বর্ণ বেশ কয়েকটি পলেথিন দিয়ে শক্ত করে পেঁচিয়ে তা একটি ছোট কাঠের বাক্সে ভরে বাক্সটিতে তালা লাগিয়ে দিলেন। জমির শেখের বাড়ীর সঙ্গে রয়েছে একটি মজা পুকুর, পুকুরটির চারপাশে ছোট বড় বহু গাছ ও জঙ্গল। পুকুর পাড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বহু ইট, পুকুরে রয়েছে একটি ভাঙ্গা সান বাঁধানো ঘাট। পুকুরটি জমির শেখের হলেও পুকুরের মাছ জমির শেখ বিক্রি করেছে দবির নিকারির কাছে। জমির শেখ বাক্সটি পুকুর পারে জঙ্গলের পাশে পুতে রাখার সিদ্ধান্ত নিলো। জমির শেখ ডাকাতদের হাত থেকে সম্পদ বাঁচানোর জন্য এই পথ বেছে নিয়েছে।

সন্ধ্যা থেকেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল ও বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল, সাথে দমকা বাতাস। রাতে জমির শেখ একটা পাত্রে সিমেন্ট ও বালুর মিশ্রণ করে নিলো, নিলো একটি খন্তা ও হ্যারিকেন আর ছোট বাক্সটি। দুরু দুরু বক্ষে রওনা হলো পুকুর ঘাটে। পুকুরের একপারে ঝুপের পাশে মাটি খুরতে শুরু করলো। বেলে মাটি হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ খানিকটা মাটি খুড়া হয়ে গেল। এরই মধ্যে বাতাসে হ্যারিকেন নিভে গেল। অন্ধকারে খন্তা দিয়ে আরও কিছুটা মাটি খুরতেই খন্তায় হঠাৎ ঠুক করে শব্দ হতেই জমির শেখ হাত দিয়ে বুঝতে পারল খন্তাটি পাথর বা ইটের মধ্যে পড়েছে। জমির শেখ খুশিই হলো। সাথে নেয়া বালু ও সিমেন্টের মিশ্রণ গর্তে ঢেলে দিয়ে তার উপর স্বর্ণ, দলিল ও টাকার সেই বাক্সটি বসিয়ে দিয়ে তা মাটি দিয়ে চাপা দিয়ে রাখলো। বৃষ্টি হওয়ায় সেখানে মাটি খোড়ার কোন আলামত রইলো না। জমির শেখ আনন্দ চিত্তে বাড়ী ফিরে গেল। সপ্তাহ খানেক পর সকালে কয়েক ঘরের মহিলারা তাদের থালা-বাটি মাজার জন্য পুকুর ঘাটে গেল। থালা-বাটি মাজতে মাজতে হঠাৎ তাদের নজড়ে পড়লো পুকুরের মাঝখানে তালাবদ্ধ একটি ছোট বাক্স ভাসছে এবং খানিক পরে তা তলিয়ে গিয়ে আবার অন্যত্র ভেসে উঠছে। এক সময় গ্রামময় ঘটনাটি ছড়িয়ে পড়লো এবং জমির শেখের কানেও সংবাদটি পৌঁছলো। পুকুর পার লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠলো। লোকদের ধারণা বাক্সটি গুপ্তধন। জমির শেখের চিন্তার অন্ত রইলো না। জমির শেখ ভাবছে পুকুর পারে পুতে রাখা বাক্সটি কিভাবে পুকুরে এসে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে ? তার মনে নানা চিন্তা ভীর করতে লাগলো। জমির শেখ ভাবতে লাগলো ইসলাম ধর্মে সুদ নিষিদ্ধ। এ ব্যপারে পবিত্র কোরান ও হাদিসে কঠোর ভাবে নিষেধ করা হয়েছে এবং সুদের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির কথাও উল্লেখ আছে। তবেকি আল্লাহ্পাক দুনিয়াতেই তার পাপের শাস্তির ব্যবস্থা করলেন? সেই সন্ধ্যায় হ্যারিকেন হাতে জমির শেখ চুপি চুপি চলে গেল পুকুর পারে গর্তটি খুড়ে দেখতে। গর্ত খোড়ার পূর্বে জমির শেখ লক্ষ্য করলো গর্ত থেকে পুকুর পারের পানি অবধি বালি ও কাঁদা মাটির উপর কোন প্রাণীর পায়ের ছোট ছোট আচরের দাগ এবং গর্তটিও নিচের দিকে কিছুটা ডাবানো। গর্তের মাটি কিছুটা সরাতেই জমির শেখ আতকে উঠলো! সেখানে বাক্সটি নেই, রয়েছে বেশকিছু কচছপের ডিম! জমির শেখের বুঝতে বাকী রইলো না, গর্তে পাথর বা ইট ভেবে যার উপর তিনি সিমেন্ট ও বালির মিশ্রণ ঢেলে বাক্সটি বসিয়ে দিয়েছিলেন আসলে তাছিল বড় একটি কচ্ছপের পিঠ। ডিম পেরে কচ্ছপ তার পিঠে আটকে পড়া বাক্সটি নিয়ে পুকুরের নেমে যায় এবং অসস্থি বোধ করায় ক্ষনে ক্ষনে ভেসে উঠে পুকুরের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘোলা পানিতে কচ্ছপ না দেখা গেলেও তার পিঠের বাক্সটির প্রায় বেশীর ভাগ অংশই দেখা যাচ্ছে।

সকালে দবির জমির শেখের ঐ মজাপুকুরে ঝাকিজাল দিয়ে মাছ ধরতে লাগলো। ঐ সময়ও বেশ কিছু লোক পুকুর পারে ঘুরাঘুরি করছিলো ঐ বাক্সটি (গুপ্তধন) দেখার জন্য। মাছ ধরার এক পর্যায়ে দবির হঠাৎ তার জাল টেনে তুলুতেই লক্ষ্য করলো জালে বেশ বড় একটি কচ্ছপ আর তার পিঠে সিমেন্টে আটকানো রয়েছে রহস্যময় বাক্সটি।

মুহর্তে এই খবর গ্রামময় ছড়িয়ে পরলো। আর পুকুরের পাড় হয়ে উঠলো লোকে লোকারণ্য। জমির শেখের কানেও খবরটি পৌঁছলো। জমির শেখের মাথায় যেন বাঁজ পড়লো। সে পুকুর পারে উপস্থিত হয়ে বাক্সটি তার দাবি করলো। উপস্থিত লোক জনের রায় গেল দবিরের পক্ষ্যে। সেখানে গ্রামের মেম্বার রফিক সাহেব উপস্থিত থাকায় বিষয়টি একটি সালিশের মাধ্যমে মীমাংসার সিদ্ধান্ত হয়। সালিশ বসলো। জমির শেখ বাক্সটি খোলার আগে বাক্সের গায়ে যে তালা রয়েছে তার চাবিটি যে তার কাছে রয়েছে তা দেখালো ও বাক্সের ভিতর কি রয়েছে তার বিস্তারিত বণর্না দিলো। বাক্সটি পুকুর পারে কোথায় রেখেছিল তা দেখালো। এবার বাক্সের তালা খোলা হলো। পলিথিনে ব্যাগের ভিতর থেকে টাকা, স্বর্ণ ও দবিরের বাড়ীর দলিল বেরিয়ে এলো। এবার মেম্বার রফিক সাহেব বাক্সটি সম্পর্কে দবিরেরর মতামত জানতে চাইলে দবির দাড়িয়ে সকলের উদ্দেশ্যে তার বাড়ী বন্ধকের ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিল। তার উপরে অন্যায় করা হয়েছে উপস্থিত সকলে তা বুঝতে পারলো। দবির বললো বিচার আপনারাই করবেন, তবে বাড়ীর দলিল বাদে বাক্সের সমস্ত জিনিষ আমি হাসি মুখে জমির শেখের হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত, এসব তারই। উপস্থিত সকলে দবিরের সরলতা ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলো। কঠিন হৃদয়ের মানুষ জমির শেখের চোখেও পানি নেমে এলো, সে দবিরকে বুকে টেনে নিলো ও ঘোষণা করলো সে আর সুদের ব্যবসা করবে না। মেম্বার রফিক সাব দবিরের হাতে তার বাড়ীর দলিল তুলে দিল এবং স্বর্ণ ও টাকা সহ বাক্সটি তুলে দিলো জমির শেখের হাতে। ইতিমধ্যে দবিরের ইশারায় মরিয়ম বাড়ী থেকে চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে এলো। দবির জমির শেখকে সেই টাকা দিতে গেলে জমির শেখ বললো, ভাই দবির এই টাকা আমি জুবেদাকে উপহার হিসাবে দিলাম। তোমাকে তা আর ফেরত দিতে হবে না । উপস্থিত সকলে হাসি মুখে বলতে লাগলো, “রাখে আল্লা মারে কে।”

রচনা ০৩-১০/১৩ সিডনী থেকে।

E-mail : mohammad.jalil@yahoo.com